গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন শাখা-৫

০৫-১০-১৯৯৯ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৬ষ্ঠ সভার কার্যবিবরনী

গত ০৫-১০-১৯৯৯ইং তারিখে বিকাল ২:০০ ঘটিকায় পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থার সম্মেলন কক্ষে জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৬ষ্ঠ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী কমিটির আহবায়ক ও পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব আবদুর রাজ্জাক উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় উপস্থিত সদস্যগণের তালিকা পরিশিষ্ট ক-তে সংযুক্ত করা হইল।

২। সভার প্রারম্ভে মাননীয় সভাপতি উপস্থিত সদস্যগণকে স্বাগত জানাইয়া সভার কাজ শুরু করেন এবং আলোচনা শুরু করার জন্য পানি সম্পদ সচিবকে অনুরোধ করেন।

৩। পানি সম্পদ সচিব আলোচ্যসূচী অনুযায়ী এই সভার আলোচনার জন্য নির্ধারিত ৩টি বিষয় পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করেন। নিম্নে আলোচ্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত বর্ণনা করা হইল।

৪। **আলোচ্য সূচী ১ ঃ ওয়ারপোতে স্থাপিত জাতীয় পানি সম্পদ ডাটা বেইসে বিভিন্ন সরকারী সংস্থা কর্তৃক ডিজিটাল ডাটা সরবরাহ সংক্রান্ত ঃ**

৪.১। পানি সম্পদ সচিবের অনুরোধক্রমে ওয়ারপো'র মহাপরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে জাতীয় পানি সম্পদ ডাটা বেইসে অন্তর্ভূক্তির জন্য ওয়ারপো বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন সংস্থা হইতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহের কাজে লিপ্ত রহিয়াছে। বিভিন্ন সংস্থা ওয়ারপোকে তথ্য উপাত্ত দিয়া সহযোগিতা করিতেছে; তবে বন বিভাগ ও পরিবেশ অধিদপ্তর, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর এবং স্পার্সো হইতে উপাত্ত প্রাপ্তিতে কিছুটা প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে। বন বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে ওয়ারপো কি ধরণের উপাত্ত সংগ্রহ করিতে চায় সেই বিষয়টি তাহাদের নিকট সুস্পষ্ট নয়। প্রয়োজনে ওয়ারপো কর্তৃপক্ষ তাহাদের দপ্তরস্থিত উপাত্ত কেন্দ্র পরিদর্শনপূর্বক তাহারা কি ধরণের উপাত্ত চান তাহা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে উপাত্ত প্রদানে তাহাদের কোন আপত্তি নাই। এই পর্যায়ে মাননীয়া পরিবেশ ও বন মন্ত্রী মন্তব্য করেন যে ন্যাশনাল ওয়াটার রিসোর্সেস ডাটা বেইস (NWRD) জাতীয় প্রয়োজনেই স্থাপন করা হইতেছে। সেইহেতু ওয়ারপোকে উপাত্ত প্রদানে কাহারো কোন আপত্তি থাকিবার কথা নয়। পরিবেশ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন যে ১৯৯০ সালের পর হইতে তাহাদের সংগৃহীত পানির গুণাগুণ সম্পর্কিত উপাত্ত প্রক্রিয়াকরণ (Processing) কার্যক্রম এখনও চলিতেছে। এই ধরণের অসংগঠিত উপাত্ত ওয়ারপো'র কোন প্রয়োজনে আসিবে কিনা তাহাও ওয়ারপো বিবেচনা করিয়া দেখিতে পারে। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল দপ্তরের উপাত্ত সম্পর্কে স্থানীয় সরকার সচিব এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে এই উপাত্ত বাবদ ধার্যকৃত নাম মাত্র ফি প্রদান করিলে ঐ অধিদপ্তরের উপাত্ত প্রদানে কোন অসুবিধা নাই। সভায় উপস্থিত মৎস্য সচিব মৎস্য অধিদপ্তরের মুদ্রিত উপাত্ত পুস্তিকা সভাস্থলে ওয়ারপো'র মহাপরিচালকের নিকট হস্তান্তর করেন এবং ইহার অতিরিক্ত অন্য কোন উপাত্তের প্রয়োজন থাকিলে সেইগুলির জন্য চাহিদাপত্র প্রেরণ করিতে ওয়ারপোকে অনুরোধ করেন। কমিটি স্পার্সোর উপাত্তের ব্যাপারেও একই ধরণের সিদ্ধান্ত প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত ঃ

৪.২ উপরে বর্ণিত আলোচনার প্রেক্ষিতে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় ঃ

ক) কি ধরণের উপাত্ত প্রয়োজন তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া ওয়ারপো চাহিদাপত্র প্রেরণ করিবে যাহাতে কোন অস্পষ্টতা বা দ্বৈততা না থাকে।

খ) চূড়ান্তভাবে উপাত্ত সংকলনের পর উপাত্ত প্রাপ্তির সূত্র স্বীকারমূলক টীকা থাকিতে হইবে।

গ) যে সকল সংস্থার উপাত্ত নির্ধারিত মূল্যে বিক্রয় হইয়া থাকে সেই সকল সংস্থা হইতে ওয়ারপোকে নির্ধারিত মূল্য পরিশোধ করতঃ উপাত্ত সংগ্রহ করিতে হইবে।

ঘ) পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় হইতে এতদ্‌সংক্রান্ত একটি পরিপত্র ওয়ারপো কর্তৃক সরবরাহকৃত তালিকা অনুযায়ী সকল প্রতিষ্ঠানকে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত ব্যাপক প্রচারের জন্য জারী করিতে হইবে।

৫। আলোচ্য সূচী ২ ঃ জাতীয় পানি নীতি বাস্তবায়ন সম্পর্কিত আলোচনা ঃ

৫.১। বিগত ২১শে ডিসেম্বর ১৯৯৮ইং তারিখে সরকার কর্তৃক জাতীয় পানি নীতি অনুমোদিত হয়। এই নীতির অনেকগুলি বিধান বাস্তবায়নের জন্য সরকারের বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এই নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদ্ধতি অনুসরণের প্রস্তাব করেনঃ

ক) পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (ওয়ারপো) এবং সরকারের পানি নীতি উপদেষ্টা গ্রুপ (WPAG) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সহিত তাহাদের জন্য নির্ধারিত কার্যসূচীর বাস্তবায়ন সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারে এবং এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় উপদেশনা ও সমন্বয় সাধন করিতে পারে।

খ) ওয়ারপো এবং WPAG নিম্নোক্ত বিষয়গুলির উপর ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে নির্বাহী পরিষদের সদয় অবগতি ও বিবেচনার জন্য ব্রীফ প্রস্তুত করিতে পারে ঃ

১। বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কর্তৃক পানি নীতিতে বিধৃত বিধানসমূহ বাস্তবায়নের জন্য গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ;
২। ঐ সমস্ত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের বর্তমান পর্যায়; এবং
৩। ভবিষ্যতে গৃহীতব্য পদক্ষেপসমূহ।

সিদ্ধান্ত ঃ

৫.২। আলোচনার পর মন্ত্রণালয়ের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অফিস স্মারকের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব ও সংস্থা প্রধানদেরকে অবহিত করিতে হইবে।

৬। আলোচ্যসূচী ৩ ঃ বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনা কাঠামো সম্পর্কিত ঃ

৬.১। বিশ্বব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় প্রস্তাবিত Water Sector Improvement Project (WSIP) এর প্রিপারেশন মিশনের এইড মেমোয়ারে এই প্রকল্প বিশ্বব্যাংক কর্তৃক গ্রহণের পূর্বশর্ত হিসাবে আরোপিত শর্তসমূহ সচিব পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় নিম্নোক্তভাবে অনুচ্ছেদওয়ারী উত্থাপন করেন ঃ

ক) **পাউবোর মালিকানা, নীতি ও নিয়ন্ত্রণ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি বাস্তবায়ন ও পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাদি হইতে পৃথকীকরণ ঃ**

বিশ্ব ব্যাংকের বক্তব্য ঃ

নীতি নির্ধারণ এবং বাস্তবায়ন ও পরিচালন কোন অবস্থাতে একীভূত থাকা উচিত নহে; যাহারা নীতি নির্ধারণ করিবেন তাহারা একই সাথে বাস্তবায়নে নিয়োজিত থাকিতে পারিবেন না। এই ধরণের পৃথকীকরণের অভাবে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হয়। এতদ্‌প্রেক্ষিতে বিশ্ব ব্যাংক সরকার, পরিচালনা পর্ষদ এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের ব্যবস্থাপনাকে পরিষ্কারভাবে সংজ্ঞায়িত ও পৃথকীকৃত করার শর্ত আরোপ করিয়াছে। পৃথককৃত অবস্থানে সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে যে বোর্ডের সর্বোচ্চ

নির্বাহীদের নিয়োগের দায়িত্ব সরকার হইতে প্রত্যাহার করিয়া পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত করিতে হইবে। জাতীয় পানি নীতির বাস্তবায়ন ব্যতিরেকে সরকারের আর কোন দায়িত্ব থাকিবে না। বর্তমানে সরকার কর্তৃক নিষ্পন্ন অধিকাংশ কার্যাদি প্রস্তাবিত পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত হইবে। বোর্ডের ব্যবস্থাপনা সম্পূর্ণ স্বশাসনের ভিত্তিতে বোর্ডের দৈনন্দিন কাজে নিয়োজিত থাকিবে।

নির্বাহী পরিষদের সুপারিশ ঃ

নীতি নির্ধারণ সংশ্লিষ্ট কার্যাদি হইতে বাস্তবায়ন ও পরিচালন সংক্রান্ত কার্যাদি পৃথকীকরণের বিষয়ে জাতীয় পানি নীতিতে সরকার তাহাদের দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। জাতীয় পানি সম্পদ নির্বাহী পরিষদ ইহা আবার পুনঃব্যক্ত করিতেছে। তবে এই নীতি বাস্তবায়নের যে পদ্ধতি বিশ্ব ব্যাংকের প্রতিবেদনে বর্ণনা করা হইয়াছে কমিটি তাহার সহিত দ্বিমত পোষণ করিতেছে। স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহের পদস্থ নির্বাহীদের মন্ত্রণালয়/সংস্থা নির্বিশেষে সরকার নিয়োগ প্রদান করিয়া থাকেন। নীতি নির্ধারণের বিষয়টিও সরকারের রুলস্ অব বিজনেস অনুযায়ী সমস্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগের দায়িত্বে ন্যস্ত আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় এককভাবে এই ধরণের সার্বজনীন বিষয়সমূহের উপর ব্যতিক্রমধর্মী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না। তাহাছাড়া এই ধরণের বক্তব্যের যৌক্তিকতা লইয়াও বহু প্রশ্নের অবতারণা হইতে পারে। এই ধরণের পরিবর্তন যাহা দেশের প্রশাসন ব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলিতে পারে সেইগুলি বিবেচনার জন্য বর্তমান সময় অনুকূল নয় বলিয়া কমিটি মনে করে।

খ) **উপযুক্ত নেতৃত্ব ঃ**

বিশ্ব ব্যাংকের বক্তব্য ঃ

বোর্ডের নেতৃত্বে গুণ সম্পন্ন উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন। সর্বোত্তম প্রার্থীকে আকৃষ্ট করার জন্য উন্মুক্ত বাজার হইতে বাহিরের কোন প্রকার হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে এবং উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানপূর্বক কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাইতে পারে। এই সমস্ত কর্মকর্তার যথাযথ কার্যনির্বাহের জন্য তাহাদের কার্যকালেরও স্থিতি নিশ্চিত করিতে হইবে।

কমিটির সুপারিশ ঃ

বোর্ডে নেতৃত্বের গুণসম্পন্ন উপযুক্ত কর্মকর্তা নিয়োজিত হওয়া প্রয়োজন - বিশ্ব ব্যাংকের এই অভিমতের সাথে সরকার একমত পোষণ করেন। উচ্চতর পদে ঘন ঘন পরিবর্তনের বিষয়েও সরকার সজাগ আছেন এবং এই পরিস্থিতির কিভাবে উন্নতি করা যায় তাহা লইয়াও চিন্তাভাবনা করিতেছেন। তবে উন্মুক্ত বাজার হইত উদ্ধৃতন কর্মকর্তা নিয়োগ সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে - সরকার এই মতে বিশ্বাসী নহেন। অত্যন্ত বৈষম্যমূলক বেতনে হয়তো দু'একজন বিশেষজ্ঞকে আকৃষ্ট করা যাইতে পারে - কিন্তু এই প্রক্রিয়া দীর্ঘ মেয়াদী প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নে মোটেই সহায়ক নয়। বরং বর্তমান আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যে কিভাবে একটি সার্বজনীন দক্ষ জনবল সৃষ্টি করা যায় সেই বিষয়েই সরকার অধিকতর মনোযোগ প্রদানে পক্ষপাতি।

গ) **স্বশাসন (Autonomy) ঃ**

বিশ্ব ব্যাংকের বক্তব্য ঃ

বিশ্ব ব্যাংক পাউবোর সম্পূর্ণ স্বশাসন নিশ্চিত করার তাগিদ দিয়াছে। স্বশাসনের অন্যতম নির্ণায়ক হিসাবে বোর্ডকে বিদ্যমান পদ্ধতিতে বাজেটে অর্থ বরাদ্দের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী কিংবা টার্গেটের বিপরীতে

অর্থ বরাদ্দ করিবার পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে। এভাবে থোক অর্থ প্রাপ্তির পর প্রকল্প কিংবা এলাকাওয়ারী বিভাজন করিতে পাউবোর্ডই ক্ষমতাবান হইবে। যেহেতু পাউবো সম্পাদিত সিংহভাগ কাজই "Public good" প্রকৃতির, সেহেতু এই সমস্ত কাজ করার জন্য পাউবোর অনুকূলে সরকার কর্তৃক বাজেট বরাদ্দ প্রদানের পরিবর্তে সরাসরি সার্ভিস চার্জ-এর বিধান প্রবর্তন করা যাইতে পারে। এ ধরনের ব্যবস্থায় পাউবোর স্বাশাসন ও জবাবদিহিতা বৃদ্ধি পাইবে।

কমিটির সুপারিশ ঃ

বর্তমানে বিভিন্ন স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসমূহকে যে পরিমান আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করা হইয়াছে, প্রায় ক্ষেত্রে তাহারা ঐ সমস্ত ক্ষমতার প্রয়োগ করে না। ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানে নিষ্পন্নযোগ্য বিপুল সংখ্যক যে সমস্ত কেস ও নথি প্রতিনিয়ত মাঠ পর্যায় হইতে সংস্থার সদর দপ্তরে কিংবা বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয় সেইগুলি এই বক্তব্য সমর্থন করে।

কেন অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয় না এবং আর কি কি বিষয়ে ক্ষমতা অপর্ন প্রয়োজন, এই বিষয়ে বিস্তারিত সমীক্ষা হওয়া প্রয়োজন। সমীক্ষা ব্যতিরেকে শুধু কথার উপরে কোন সংস্থাতে যথেষ্ট স্বশাসন নাই - এই ধরণের বক্তব্য সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্বিতীয় যেই বিষয়টি পরিষ্কার করা দরকার তাহা হইতেছে এই যে, যে সমস্ত সংস্থা ব্যবসা বানিজ্য কিংবা লাভের উদ্দেশ্যে কোন কর্মসূচীতে নিয়োজিত নাই - বরং তাহাদের প্রদত্ত সেবা "Public good" ধরণের, সেই সমস্ত সংস্থার কার্যাবলীকে সরকার তাহার বিশেষ জরুরী কার্যাবলীর আওতাভুক্ত মনে করেন। এই সমস্ত কার্যাবলীকে বাজার অর্থনীতির নীতিমালার আলোকে পরিচালনার কোন ইচ্ছা সরকারের নাই। পাউবোর কার্যাবলীকে সরকার এই শ্রেণীভুক্ত মনে করেন। তাই জাতীয় পানি নীতিতে বিধৃত নীতিমালার আলোকে সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণে অদূর ভবিষ্যতে এই বোর্ড পরিচালিত হইবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি অবয়বের প্রকল্পসমূহের মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দির্কনির্দেশনা বর্ণিত নীতিতে যথাযথভাবে ইতিমধ্যে প্রদান করা হইয়াছে।

ঘ) **জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা ঃ**

যেহেতু পাউবো জনগণের অর্থ ব্যবহার করে, সে জন্য এর বিভিন্ন কার্যাবলী ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ব্যাপারে সরকার বিশ্ব ব্যাংকের মন্তব্যের সহিত সম্পূর্ণ একমত। বিভিন্ন সময় ও পর্যায়ে আর্থিক ও প্রকল্প বাস্তবায়ন বিষয়ক অডিট, বিভিন্ন অভিযোগের সঠিক তদন্ত ও দোষী কর্মচারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, জনসমক্ষে ও প্রকাশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম পালন, তথ্য প্রকাশ, যুগোপযোগী কর্মপদ্ধতি প্রণয়ন ইত্যাদি জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতাকে নিশ্চিত করিতে পারে। সরকার কর্তৃক গৃহীত চলমান পাউবোর সংস্কার কর্মসূচীর আওতায় এই সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইতেছে। কোন কোন বিষয়ে বিশ্ব ব্যাংকের সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন হইবে।

ঙ) **উপযুক্ত জনবল ঃ**

এই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই পাউবোর পুনর্গঠনকালে বহুপেশাভিত্তিক বিভিন্ন পদ সৃষ্টি করা হইয়াছে। পাউবোর জনসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে নতুন প্রশিক্ষন কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। তবে ইহার বহুবিধ উন্নয়ন সময়সাপেক্ষ ব্যাপার এবং এই জন্য উন্নয়ন সহযোগিদের আরো সাহায্য সহযোগিতার প্রয়োজন আছে।

চ) বিকেন্দ্রীকরণ ঃ

পাউবোর কর্মকান্ড বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে জাতীয় পানি নীতিতে যথেষ্ট দিক নির্দেশনা প্রদান করা হইয়াছে। ভবিষ্যতে পাউবো আর ১০০০ হেক্টর কমান্ড সম্বলিত বন্যা নিয়ন্ত্রণ, সেচ ও নিষ্কাশন প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য গ্রহণ করিবে না এবং ইতিমধ্যে বাস্তবায়িত এই ধরণের প্রকল্প সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত করিয়া স্থানীয় সরকারের মালিকানায় হস্তান্তর করিবে। এইগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত থাকিবে সুবিধাভোগীদের সংগঠন। পুনর্বাসনকালে কিংবা নতুন প্রকল্প গ্রহণকালে এই সমস্ত সংগঠন সৃষ্টি করা হইবে।

মধ্যম অবয়বের সেচ প্রকল্পসমূহ পাউবো ও সুবিধাভোগীদের যৌথ ব্যবস্থাপনায় পরিচালনা করা হইবে। শুধু বড় বড় প্রকল্পের পরিচালনার দায়িত্বভার পাউবোর উপর ন্যস্ত থাকিবে।

পাউবোর কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সমস্ত দেশকে ৭টি জোনে বিভক্ত করিয়া ৭ জন প্রধান প্রকৌশলীর অধীনে জোনের দায়িত্ব অর্পন করা হইয়াছে। মন্ত্রণালয় বোর্ডের সহিত একত্রে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা বর্তমান পর্যায় হইতে আরো কত বেশী বিকেন্দ্রীকরণ করা যায় তাহা পরীক্ষা করিয়া অতি দ্রুত নতুন ডেলিগেশন আদেশ জারী করিবে। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের চাকুরী কর্মচারীদের নিজ জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত জোনে সমর্পন করা হইবে এবং পদোন্নতি কিংবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা ব্যতিরেকে তাহাদের জোনের বাহিরে বদলী করা হইবে না। সংশ্লিষ্ট প্রধান প্রকৌশলীগণ সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় জোনের মধ্যেই শুধু তাহাদের বদলী ও কর্মী ব্যবস্থাপনার সমুদয় কার্য নিষ্পন্ন করিবে।

ছ) আধুনিকীকরণ ও দক্ষতা অর্জন ঃ

বিশ্বব্যাংক কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার, তথ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি ও কর্মচারী প্রশিক্ষণের বিষয়গুলির উল্লেখ করিয়াছে। জাতীয় পানি নীতি ও পাউবোর সংস্কার কর্মসূচীতেও এই সব বিষয়ের প্রতি সরকার যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তবে এই সমস্ত কর্মসূচী বাস্তবায়নে সময় ও উন্নয়ন সহযোগিদের সাহায্যের প্রয়োজন।

৭। কমিটির চূড়ান্ত সুপারিশ ঃ

৭.১। জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটি বিশ্ব ব্যাংকের বিবেচনাধীন WSIP প্রকল্পের এইড মেমোয়ারের উপর সরকারের পক্ষ হইতে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করিতেছে ঃ

- ৬.১ অনুচ্ছেদের (খ) হইতে (চ) উপ-অনুচ্ছেদ পর্যন্ত কমিটি প্রণীত উত্তরের আলোকে বিশ্বব্যাংককে সরকারের অভিমত জানাইয়া দেওয়া যাইতে পারে।
- ৬.১ অনুচ্ছেদের (ক) উপ-অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিষয়ে সরকার নিম্নোক্তভাবে একটি নীতি নির্ধারণী বোর্ড গঠন করিতে পারে ঃ
  - ১) সরকার পানি সম্পদ মন্ত্রীকে চেয়ারম্যান নিয়োগপূর্বক সমসংখ্যক সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সমন্বয়ে পাউবোর জন্য একটি পরিচালনা পর্ষদ গঠন করিবে।
  - ২) পরিচালনা পরিষদ নিম্নোক্ত বিষয়াবলী ব্যতীত অন্য কোন বিষয় বিবেচনা করিবে নাঃ-
    - ক. বোর্ড ও ইহার কার্যাধিকার সংক্রান্ত নীতি;
    - খ. পাউবো আইনের অধীন প্রণীতব্য বিধি ও প্রবিধান;
    - গ. বোর্ডের কার্যবিধি ও বোর্ড কর্তৃক উহার কর্মকর্তাগণের প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা অর্পন;
    - ঘ. বোর্ডের সাংগঠনিক কাঠামো;

ঙ. বোর্ডের কর্মচারীদের চাকুরীবিধি;
চ. চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃংখলামূলক কেসসমূহের নিষ্পত্তি;
ছ. বোর্ডের অধীনস্থ দপ্তর স্থাপন, স্থানান্তর অথবা বিলুপ্তকরণ;
জ. কৌশলগত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী;
ঝ. রাজস্ব বাজেট ও সংশোধিত বাজেট;
ঞ. বোর্ডের আর্থিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পরিকল্পনা;
ট. সেচ কর ধার্যকরণ ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রস্তাবনা;
ঠ. বার্ষিক ও অন্যান্য অডিট রিপোর্ট;
ড. জাতীয় সংসদের পাবলিক একাউন্টস কমিটির নিকট পেশকৃত অডিট আপত্তিসমূহ সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ঢ. যে সমস্ত প্রকল্পের হিসাব সম্পন্ন হইয়াছে সেই সমস্ত প্রকল্পের বিপরীতে আর্থিক দাবি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ণ. অনুমোদিত সীমার অতিরিক্ত টেন্ডার বর্হিভূত ও অতিরিক্ত কাজের অনুমতি প্রদান ও বিল পাশ;
ত. ডিপোজিট ওয়ার্ক সংক্রান্ত প্রস্তাব;
থ. সমাপ্ত প্রকল্প কিংবা উহার অংশ বিশেষ হস্তান্তর;
দ. বোর্ডের সম্পত্তি কিংবা প্রকল্পসমূহ বিক্রয়, অবসায়ন, লিজ প্রদান, ব্যবস্থাপনা, হস্তান্তর ইত্যাদি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
ধ. নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত অংকের ঠিকাদারী ও অন্যান্য চুক্তি;
ন. পরামর্শক, আইন উপদেষ্টা ও অডিট ফার্ম নিয়োগ;
প. বার্ষিক রিপোর্ট;
ফ. সরকার কর্তৃক বোর্ডের বিবেচনার জন্য প্রেরিত বিষয়।

৩) বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ এতদসংক্রান্ত আইন সংশোধনের পর যথাক্রমে ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে অভিহিত হইবেন। বোর্ডের প্রাত্যহিক ও সামগ্রিক ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব তাহাদের উপর অর্পিত হইবে। তাহারা সরকার নির্ধারিত নিয়মনীতি ও বোর্ড কর্তৃক অর্পিত কার্যাবলী অনুসরণে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন।

৭.২। সভায় আরো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে এই সুপারিশমালা জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের পরবর্তী সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হইবে।

৭.৩। সভায় আর কোন আলোচ্য সূচী না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানাইয়া সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(আবদুর রাজ্জাক)
আহবায়ক
জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদ
ও
মন্ত্রী, পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়

০৫-১০-১৯৯৯ ইং তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় পানি সম্পদ পরিষদের নির্বাহী কমিটির ৬ষ্ঠ সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের তালিকা

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয় / প্রতিষ্ঠান
১।	জনাব আবদুর রাজ্জাক মাননীয় মন্ত্রী	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
২।	সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী মাননীয় মন্ত্রী	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
৩।	ডঃ এটিএম শামসুল হুদা সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৪।	জনাব আইয়ুব কাদরী সচিব	মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রণালয়
৫।	জনাব বদিউর রহমান সচিব	স্থানীয় সরকার বিভাগ
৬।	এ,কে,এম, শামছুল হক চেয়ারম্যান	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
৭।	ডঃ মনোয়ার হোসেন প্রফেসর	প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়
৮।	জনাব এস, সি, খান যুগ্ম সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
৯।	জনাব মোশারফ হোসেন যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১০।	জনাব এম, বদিউজ জমান যুগ্ম প্রধান	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১১।	জনাব মোঃ মনোয়ার হোসেন চৌঃ প্রধান প্রকৌশলী	এলজিইডি
১২।	জনাব মুঃ গোলাম রববানী সদস্য (পরিকল্পনা)	বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
১৩।	জনাব তৌহিদুল আনোয়ার খান মহা পরিচালক	পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা
১৪।	ডঃ মোস্তফা কামাল ফারুক যুগ্ম পরিচালক (পানি সম্পদ)	পরিবেশ অধিদপ্তর
১৫।	জনাব মুঃ আসহাবুর রহমান উপ সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৬।	জনাব এস, এম, জহরুল ইসলাম উপ সচিব	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়
১৭।	জনাব মোঃ ওমর আলী উপ প্রধান	পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়
১৮।	জনাব ইশতিয়াক উদ্দিন আহমেদ উপ বন সংরক্ষক	বন অধিদপ্তর
১৯।	জনাব সুলতান আহমেদ	পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়